## বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প ও তার শ্রমিকদের নিয়ে

# এ এক কাজীর বিচার চলছে

সারা দেশে আজ ২ লক্ষের অধিক শিল্প 'বন্ধ বা রুগ্ন' যার তিন ভাগের এক ভাগ পশ্চিমবঙ্গে। বন্ধ কারখানার ভুখা শ্রমিকের অনাহার মৃত্যু ও আত্মহত্যার সংখ্যাটা ক্রমশ: বাড়ছে। প্রতিদিন প্রায় ১০টির মত শিল্প ইউনিট রুগ্ন হচ্ছে। স্বাধীনতার সাথে সাথেই শিল্পে রুগ্নতার মোকাবিলায় নানান দাওয়াই এল—কিন্তু শিল্প ক্রমশ: রুগ্ন হোল, বন্ধ হোল। শিল্পপতিদের সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল। এমনটিই চলছিল—অবশেষে ১৯৮৫ সালে 'সিকা' আইন (সিক ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানী এ্যাক্ট) করলেন, যার ভিত্তিতে গঠন হোল 'বি আই এফ আর' —শিল্প ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পর্ষদ।

এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে বড় মাঝারি শিল্প মিলিয়ে প্রায় ২০০-র মত ব্যক্তি মালিকানাধীন কারখানা এই বোর্ডের অধীনে রয়েছে। এই আইনটি (সিকা) সংসদে উপস্থিত করার সময় তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী যে ভাবেই মালিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে লগ্নীকৃত অর্থের দুর্নীতির বিরুদ্ধে, সরকারী আর্থিক সাহায্য ব্যবহার না করে স্রেফ সম্পদ ছিনতাইএর মাধ্যমে যে সমস্ত শিল্পপতিরা ক্রমাগত শিল্পটিকে রুগ্ন করছে, বন্ধ করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সদুদ্দেশ্যে এই আইন বলুন না কেন—আমরা সেদিন সন্দেহ পোষণ করেছিলাম। আজ সর্বস্তরেই শ্রমিক কর্মচারীরা এই আইনটিকে কালাকানুন হিসাবে দেখেন। কেন না মালিকদের বিরুদ্ধে অর্থ নয় ছয় করার জন্য শাস্তির কোনও নজির না থাকলেও এই পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ৪ বছরে (বোর্ডটি কাজ শুরু করে ১৯৮৭ সালে) অসংখ্য উদাহরণ আছে যেখানে শ্রমিক কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে যাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে এই বোর্ড। কারখানা চালাতে পুনরুজ্জীবিত করতে শ্রমিকদের ত্যাগ স্বীকারের জন্য বাধ্যকরার ক্ষমতা এই বোর্ডটির আছে অথচ মালিকদের কারখানা পুনর্গঠনে—পুনরুজ্জীবনে স্কীমটিকে প্রয়োগ করতে বাধ্য করার মত যথাযথ আইনের প্রয়োগ আজ পর্যন্ত হয় নি। পশ্চিমবঙ্গে বহু বন্ধ বা রুগ্ন শিল্পের শ্রমিকদের অর্দ্ধেক বা কম মাহিনা, বোনাস কম নিতে বা পুরোপুরি ছেড়ে দিতে, বিপুল পরিমান শ্রমিক ছাঁটাই মেনে, গ্র্যাচুইটি, পি এফের মত অর্জিত অধিকারগুলির আংশিক বা পুরোপুরি ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছে এই বোর্ড। এর অন্যথা হলেই কারখানা তুলে দেওয়ার জন্য 'ওয়াইণ্ডিং আপ' অস্ত্রটির প্রয়োগ হয়েছে। এই পশ্চিমবঙ্গেই নামমাত্র কয়েকটি কারখানা খুলতে বলে বাকী প্রায় সবগুলোর তুলে দিয়ে পুনর্গঠনের এক অনন্য নজীর সৃষ্টি করেছে এই পুনর্গঠন পর্ষদ।

এখানে উল্লেখ করা যায়, এমন একটি কারখানা। যা বোর্ড অলাভজনক বলে 'ওয়াইণ্ডিং আপের' নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকদের উদ্যোগে তা চালু আছে (ন্যাশনাল ট্যানারী কোম্পানি)।

এহেন শক্তিশালী পুনর্গঠন পর্ষদ (বি আই এফ আর)-এর বোর্ড মিটিং বসছে কলকাতার আই আর বি আই-র অফিসে আগামী ৯ই এপ্রিল। ঐ সভায় নির্ধারিত হবে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি রুগ্ন বা বন্ধ কারখানার

ভবিষ্যত। আমরা নাগরিক মঞ্চ-এর পক্ষ থেকে বি আই এফ আর এর কাছে স্মারকলিপির মাধ্যমে নিম্নলিখিত দাবীগুলি উত্থাপন করতে চাই। আসুন আপনি ও গলা মেলান—পুনর্গঠনের নামে কারখানা তুলে দেওয়া চলবে না।

বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ান।

১। শুধুমাত্র কোম্পানী পুনর্গঠনের মধ্যে বি আই এফ আর-এর অধিকারকে সীমিত রেখে কোম্পানী তুলে দেবার বর্তমান অধিকার বাতিল করতে হবে।

২। কোম্পানী পুনর্গঠন প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে মালিক পক্ষকে বাধ্য করতে হবে।

৩। কোম্পানী রুগ্নতার বিষয়ে শিল্পের শ্রমিকদের বি আই এফ আর কে জানাবার অধিকার দিতে হবে।

৪। বি আই এফ আর এ শুনানীর সময় গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধির উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৫। সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী (সি এম পি ৩৮০৫৮৭) শ্রমিকদের কোম্পানী পুনর্গঠনের প্রস্তাব পেশ করার অধিকার দিতে হবে।

৬। রুগ্ন শিল্প পরিচালন বোর্ডে বি আই এফ আর-এর প্রতিনিধিকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধির সাথে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে। এবং ঐ প্রতিনিধিদের কোম্পানী পরিচালন বোর্ডের সদস্য করতে হবে।

৭। আই ডি আর সংশোধনী আইন অনুসারে কোম্পানী অধিগ্রহণের সময় সীমা ১৭ বৎসর। এই সময় সীমাকে বৃদ্ধি করতে হবে।

৮। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, যে কর্তৃপক্ষের অধীনে সংস্থাটি রুগ্ন হলো সেই কর্তৃপক্ষকেই কোম্পানী পরিচালনের দায়িত্ব বি আই এফ-এর অর্পণ করছে। এই ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার অবসান চাই।

৯। পশ্চিমবঙ্গের রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা বেশি হওয়ায় এখানে বি আই এফ আর এর একটি স্থায়ী বেঞ্চ বসাতে হবে।

১০। বি আই এফ আর-এর শুনানীর সময় জনপ্রতিনিধি রাখতে হবে।

১১। রুগ্ন শিল্পের পুনরুজ্জীবনে বোর্ড প্রস্তাবিত অপারেটিং এজেন্সির সেই সমস্ত আর্থিক সংস্থাকে করা যাবে না। যাদের পরিচালনায় কারখানাটি রুগ্ন হয়েছে।

নাগরিক মঞ্চ
৯ এপ্রিল ১৯৯১

নাগরিক মঞ্চের (বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প শ্রমিক সহায়ক) পক্ষে বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত কর্তৃক ১৩৪ নং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলকাতা-৮৫ রুম নং ৭ হইতে প্রকাশিত এবং দীপালী প্রেস, কলি-৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত।